JUN. 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

বর্তমানে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ কোনো মামলারও সুষ্ঠু বিচার হচ্ছে না। ফলে অপরাধ বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনা সবার মনে নাড়া দিয়েছে।

সরকার সেশনজট কমানোর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করেছিল। কিন্তু সেশনজট আরো বেড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলো দুর্নীতির আখড়া। এখানে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট পাওয়া যায় বলে অভিযোগ আছে। এখন এ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, মানুষের মানসম্মানের ক্ষেত্রেও আঘাত হেনেছে। এখানে কাজে আসা একজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানির যে চেষ্টা চালানো হয়েছে তার কি বিচার হবে? বিচার না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এখানে সাধারণ কর্মচারী থেকে কর্মকর্তা পর্যন্ত কমবেশি ঘুষ খায়। তাই কর্মচারীদের কাছে তারা দুর্বল। কারণ এতে তাদের দুষ্কর্মের কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। শ্লীলতাহানির জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা কি সুষ্ঠু তদন্ত করবে? এ ঘটনা অন্যায় জেনেও কর্মচারীরা অভিযুক্ত কর্মচারীদের পক্ষ নেয়। বর্তমানে আমাদের মা বোনেরা কি কোনো স্থানেই নিরাপদ? এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। তাই এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হোক অভিযুক্ত আসামিদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হোক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে এমনিতেই খুব সুনাম নেই। এখন সুনাম ধুলায় লুটোচ্ছে।

সৌদিপ মোহন মিহির
মেঘনা বি-৩৮, দাড়িয়াপাড়া, সিলেট।